অষ্টম কেন্দ্রীয়
রুকন (সদস্য)
সম্মেলন-২০০৬

আমীরে জামায়াতের

সমাপনী ভাষণ

ও

সেক্রেটারী জেনারেলের

বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

৮ম কেন্দ্রীয় রুকন (সদস্য) সম্মেলন '০৬

আমীরে জামায়াতের
সমাপনী ভাষণ
ও
সেক্রেটারী জেনারেলের
বক্তব্য

৩ জুন, শনিবার, পল্টন ময়দান, ঢাকা

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
জুলাই - ২০০৬
রজব - ১৪২৭
শ্রাবণ - ১৪১৩

কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার, মগবাজার

মূল্য : নির্ধারিত ৮.০০ (আট) টাকা মাত্র

মুদ্রণে :
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার
ঢাকা।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি'র ৩ জুন ২০০৬ শনিবার, ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ৮ম কেন্দ্রীয় রুকন (সদস্য) সম্মেলনে প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ নিম্নে পেশ করা হলো–

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আ'মালিনা মাঁইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়া মাঁইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু। লা নাবীয়া বা'দাহু। আল্লাহুম্মা আলহিমনী রুশদি ওয়া আয়িযনি মিন শাররি নাফসি।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত রুকন ভাই ও বোনেরা, গতকাল পর্যন্ত আবহাওয়া ছিল খুবই প্রতিকূল। আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ মেহেরবাণীতে গতকাল বিকেল থেকে আবহাওয়া এখনও অনুকূলে আছে। আমরা আশা করছি আমাদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর রুকন ভাই-বোনেরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা আবহাওয়া ভাল রাখবেন। আল্লাহ তা'য়ালার এই মেহেরবানীর জন্যে শুকরিয়া আদায় করার ভাষা নেই। তাঁর শিখানো ভাষা আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলার মাধ্যমেই শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই সম্মেলনে সংকীর্ণ জায়গায় রুকন ভাই ও বোনদের এই প্যান্ডেলের মধ্যে অসহ্য গরম তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে। সবরের একটি বড় রকমের পরীক্ষায় আমাদের ভাই ও বোনেরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এজন্যে আমি তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমরা অতীতে রুকন সম্মেলন ৩ দিনের কমে কোথাও করি নাই। ১৯৭৯ সালে হোটেল ইডেনের সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আমাদের রুকন সংখ্যা ছিল ৪৪৮ জন। তখন ৩ দিন সেখানে অবস্থান করতে আমাদের অসুবিধা হয় নাই। এরপর আমরা লালবাগ রহমত উল্লাহ মডেল স্কুলেও রুকন সম্মেলন করেছি। অবশেষে পরপর কয়েকটি সম্মেলন আমরা করেছি গাজীপুরে জামেয়া ইসলামীয়ার মাঠ এবং

www.pathagar.com

তার আশে পাশের জায়গা জমি নিয়ে। ২০০২ সালের রুকন সম্মেলন আমরা সেখানেই করেছিলাম। তারপরও আমাদের কষ্ট হয়েছে।

২০০৪ সালে রুকন সম্মেলনের জন্যে চেষ্টা করেছি। জায়গা তালাশ করে আমরা শেষ পর্যন্ত রুকন সম্মেলনের জন্যে মুনাসিব কোন জায়গা বের করতে পারি নাই। আজকের ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের রুকন সম্মেলনও বোধ হয় আমাদের সবাইকে বলে দিচ্ছে, অতীতে যেভাবে তিন দিনের সময় নিয়ে যে পরিবেশে আমরা সম্মেলন করতাম অনুরূপ একটি সম্মেলন করতে হলে এই পল্টন ময়দানের চেয়ে দশগুণ বড় একটা জায়গা আমাদের জন্যে প্রয়োজন। ১০ ভাগের এক ভাগ জায়গায় প্রচন্ড গরমে, ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন এটা জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্যেরই একটি অংশ। আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই সেই সাথে আপনাদের এই ধৈর্য এবং শৃঙ্খলাবোধের জন্যে আমি গর্ববোধ করি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সামনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সাধ্যমত আমাদের করণীয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি লিখিত এ বক্তব্য সামনে রেখে জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে জনগণের কাছে যেয়ে যারা বক্তব্য রাখেন, ময়দানে যারা বক্তব্য রাখেন তারা এর উপরে আরেকটু পড়াশুনা করে, আরেকটু আত্মস্থ করে, এর আলোকে দেশবাসীর কাছে ইসলামের কথা, ইসলামী আন্দোলনের কথা, মুসলিম উম্মাহর কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কথা এবং সেটা মোকাবিলার উপায়ের ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে আপনারা একটি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমাদের সামনে "আদর্শ রুকন" শীর্ষক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য দিয়েছেন। এটা ইনশাআল্লাহ বই আকারে পাবেন।* এগুলো রুকন হিসেবে আমাদের সামনে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। আমি আশা করি আমরা এটা থেকে যথেষ্ট খোরাক পেয়েছি, সামনেও আমরা খোরাক পাওয়ার চেষ্টা করব।

প্রশ্নোত্তর খুব লম্বা হয় নাই। তেমন উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন আমার হাতে আসেনি অতএব প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে খুব বেশী কথা বলার সুযোগ নেইনি। তারপরও

* ইতিমধ্যেই এটা "আদর্শ রুকন" নামে জামায়াত প্রকাশনা থেকে বই আকারে ছাপা হয়েছে।

www.pathagar.com

যতটুকু হয়েছে, আমি আশা করি আপনাদের কাছে জামায়াতের আমীর হিসেবে জবাবদিহি করার এটি একটি ব্যবস্থা। আমি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেছিলাম, বিগত রুকন সম্মেলন ছিল ২০০১ এর নির্বাচনের তিন মাস পর এবং সরকার গঠনেরও তিন মাস পর। আর এই সম্মেলন হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচনের ছয় মাস আগে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিকভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিকভাবেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন শুধু একটা পর্ব নয়। এর সাথে দেশের ভবিষ্যৎ জড়িত, দেশের ভাগ্য জড়িত এবং ইসলামী আন্দোলনের ভাগ্যও জড়িত। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে জামায়াতে ইসলামীকে দেশের স্বার্থ, ইসলামের স্বার্থ, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দায়িত্বশীল, গঠনমূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচনে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে, নিজেদের সিট বাড়াবার চেষ্টাও করতে হবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বাস্তবতা হলো আমরা '৮৬তে ১০টি আসনে জিতেছিলাম, '৯১তে ১৮টি আসনে, '৯৬তে ৩টি আবার ২০০১-এ ১৭টি। রাতারাতি একলা সরকার গঠন করার মত আসন জিতার স্বপ্ন বোধ হয় আমরা দেখি না। কিন্তু আমাদেরকে ৩০০ আসনে দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন মজবুত করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে গোটা দেশবাসীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এই দেশের রাজনীতিতে একটি কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি অবশ্যই রাখতে হবে। আগামীতে কয়টা আসনে আমরা নমিনেশন দিতে পারবো, কয়টা পারবো না, এটা বড় কথা নয়। একটি-দু'টি নির্বাচনকে টার্গেট রেখে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে না। জামায়াতে ইসলামী সুদূরপ্রসারী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব আমার এলাকায় আগামী নির্বাচনে আমি নমিনেশন পাই, বা না পাই, এই এলাকাকে ইসলামী আন্দোলনের বেইজ এরিয়া হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে যার যার জায়গায় আমাদেরকে কাজ করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূলত জনগণের কাছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বকে তুলে ধরার একটি সুযোগ হয়। যেখানে আমরা আমাদের প্রার্থী দিতে পারবো সেখানেই শুধু নয়, যেখানে আমাদের প্রার্থী নাই, জোটের প্রার্থী আছে সেখানেও যদি আমরা আপন মনে করে দেশ-জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভূমিকা রাখি, জনগণের সামনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের স্বীকৃতি আদায় করতে পারি, তাহলে সেটা আগামী দিনের পথকে সুগম করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাতে আমাদের সব সময় মন-মগজে সজাগ থাকে, সক্রিয় থাকে এ বিষয়টি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ থাকল।

www.pathagar.com

উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তব্য, "আদর্শ রুকন" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা এবং নির্বাচন প্রসঙ্গে সেক্রেটারী জেনারেলের পরামর্শগুলোকে সামনে রেখে মাঠে-ময়দানে যদি আমরা এগুলোর বাস্তবরূপ দিতে সক্ষম হই তাহলেই এই রুকন সম্মেলনকে আমরা স্বার্থক এবং সফল করতে সক্ষম হব। আমি আশা করি মাঠে-ময়দানে গিয়ে এর আলোকে যার যার জায়গায় সবাই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন। আল্লাহর দেয়া মেধা-প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত আপনারা বাস্তবায়ন করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

রুকন হিসেবে আমাদের জন্যে বিবেচ্য বিষয় দু'টি- একটি হলো আনুগত্য আর অপরটি হলো প্রতিনিধিত্ব। আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রধান আনুগত্য হলো আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.)। এরপর আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) বিধান বাস্তবায়নকারী নেতৃত্বের। জামায়াতে ইসলামী নিছক একটি সংগঠন নয়। এটা দ্বীন কায়েমের পূর্ণাঙ্গ সংগঠন হওয়ার কারণে এ সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য নয়। একটি ইন্সটিটিউশনের, একটি প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য এবং সে আনুগত্য শর্তহীন নয়। শর্তগুলো আপনাদের জানা আছে। আমি আশাবাদী জামায়াতে ইসলামীর রুকন ভাই এবং বোনদের মধ্যে আনুগত্য আছে। এই আনুগত্যেরই প্রমাণ আজকের এই রুকন সম্মেলন। এই রুকন সম্মেলনের জন্য আমরা বাইরের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে তেমন কোন অর্থনৈতিক সাহায্য নিতে যাইনি। সামনে আমাদের নির্বাচনও আছে। এই সম্মেলন মূলত: রুকন ভাই ও বোনদের কুরবানীর ফলশ্রুতি। সেই সাথে এখানে ধৈর্যের সাথে, শৃঙ্খলার সাথে সম্মেলনের প্রতিটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করাটাও আনুগত্যেরই একটি নিদর্শন। আমরা মহাসমাবেশ ডেকেছিলাম। সমালোচকরা বলেছে আমরা দশ কোটি থেকে ত্রিশ কোটিরও বেশী টাকা খরচ করেছি। তারা তাদের ধারণা মতে ধরে নিয়েছে যে, এতবড় একটা মহাসমাবেশ করতে হলে কারো দৃষ্টিতে ৪০ কোটি, কারো দৃষ্টিতে ১০ কোটির বেশি খরচ হতে পারে। আল্লাহ ভালো জানেন। জেলা সংগঠনের রুকন, কর্মীদের সাথে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে আপনারা এই প্রমাণ রেখেছেন সংগঠনের ডাকে যে কোন মুহূর্তে সাড়া দিতে আপনারা প্রস্তুত। আল্লাহ তায়ালার এটা একটা মেহেরবানী। এমনিভাবে জাতীয় উলামা সমাবেশ সফল হওয়ার পেছনেও আমাদের ভূমিকা ছিল, অবদান ছিল। এরপরও কিছু কিছু ব্যাপারে আমীরে জামায়াত হিসেবে আমার মনে এখনও কিছুটা অনুযোগ-অভিযোগ আছে। আমি অকপটে সেটা বলতে চাই। জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন থেকে পরিকল্পনা নিয়ে আসছে, জামায়াতে ইসলামীর শববেদারী, শিক্ষা বৈঠক ইত্যাদির বক্তব্যগুলো চার

www.pathagar.com

দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সিলেকটেড গুটিকয় জনশক্তির কাছেই এটা যায়। আর জনগণ শুধু জামায়াতে ইসলামীর জনসভার বক্তব্য শুনার সুযোগ পায়। আর মিছিলে শ্লোগান শুনার সুযোগ পায়। যেটা অন্য দলও করে। অতএব, এই যে দাবি, জামায়াতে ইসলামী নিছক রাজনৈতিক দল নয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। এই ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, আখিরাতের ভয়-ভীতির জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, রাসূলের (সা.) মহব্বতের জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, জনগণের জানার সুযোগ হয় না। এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বছরের পর বছর পরিকল্পনায় আমরা উল্লেখ করে আসছি। শবেদারীকে গণশববেদারীতে পরিণত করতে হবে, যাতে করে জামায়াতে ইসলামীর এই আত্মশুদ্ধি; তাজকিয়ায়ে নফস, তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের এই কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি যথাযথ গুরুত্বসহকারে আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে এটা মনে করতে পারছি না।

দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আমাদের সেক্রেটারী জেনারেল আপনাদের দৃষ্টিতে এনেছেন অন্যভাবে। আমি আরেকভাবে আনতে চাই। বর্তমানে মিডিয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিডিয়ায় আমাদের নেতিবাচক কথাই বেশী আসে। পজিটিভ কথা আসার এখনও সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। একটি পত্রিকা আমাদের বক্তব্য মোটামুটি হুবহু দেওয়ার চেষ্টা করে। এই পত্রিকাটি যদি জনগণের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারতাম তাহলে মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকাকেও এটা প্রভাবিত করতে পারত। এত বড় সংগঠন; ২২,০০০ রুকন, দুই লাখের উপরে কর্মী, এক কোটির মত সহযোগী সদস্য। এই রকম একটা সংগঠনের ব্যাকিং থাকা সত্ত্বেও "সংগ্রামের" মত একটা পত্রিকা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারছেনা। ত্রিশ হাজারের উপরে সার্কুলেশন হলে পত্রিকাটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। আমরা বারবার বলে আসছি কিন্তু আপনাদের হৃদয়ে কোন আবেদন পৌঁছাতে পেরেছি বলে আমি এখনও মনে করছিনা। এটা আমার একটা অনুযোগ। আমি জানিনা আপনারা কিভাবে নিবেন।

এরপর আর একটা কথা আমি বলেছিলাম ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই। জামায়াতে ইসলামীর মৌলিক কাজ দাওয়াত, সংগঠন এবং ব্যক্তি গঠন। অতীতে রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এই মৌলিক কাজগুলো আমরা যেভাবে চেয়েছি, সেভাবে করতে পারিনি। ২০০১ এর নির্বাচনের পর থেকে নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত মোটামুটি একটা অনুকূল আবহাওয়া, একটা অনুকূল পরিবেশে আমরা ছিলাম। আমি প্রথম বছরই বলেছিলাম এই অনুকূল পরিবেশ কতদিন থাকবে আমি জানিনা। সময়ের সদ্ব্যবহার করে বিগত পঁচিশ বছরে এই

www.pathagar.com

মৌলিক কাজগুলো যতদূর নিতে পারিনি, এই পাঁচ বছরেই ততদূর নিতে হবে। ২০০১ এর নির্বাচনের পরপরই বলেছিলাম, এরপর যখনই সময় সুযোগ এসেছে এটার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় নিজে সফরে গিয়ে, সরেজমিনে তদারক করে জানার চেষ্টা করে আমি ষোল আনা সন্তুষ্ট হতে পারি-নি। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট দুর্বলতা আমরা দেখিয়েছি। আত্মসমালোচনায় প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই এটা ধরা পড়বে। অতি সম্প্রতি ছোট্ট একটা আপিল করেছিলাম, সাংঘাতিক খরায় সকলেই অতিষ্ঠ ছিলেন, আমাদের রুকন ভাইদের কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। "আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে "ইস্তেস্কার" নামাজ আদায়ের জন্যে আহবান করা হউক।" আমি রাবেতার কনফারেন্সে যাওয়ার আগে আপিলটি করে গিয়েছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি খুব কম জেলায় এ ডাকে সাড়া দেওয়া হয়েছে। হয়ত মনে করা হয়েছে এটার তো সাংগঠনিক গুরুত্ব বোধ হয় নেই। এটা তো বোধ হয় আনুগত্যের পর্যায়ে পড়ে না। আমার মনে হয় এই মূল্যায়ন সঠিক হয়নি।

প্রিয় রুকন ভাই ও বোনেরা

এই আনুগত্যের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে ইতিবাচক দিকগুলিকে সামনে রেখে যেমন মোবারকবাদ জানাতে চাই তেমনি এখনও অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।

"প্রতিনিধিত্ব" এ ব্যাপারেও "আদর্শ রুকন" শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত এসেছে। জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনকে সর্বোচ্চ ফোরাম বলা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ফোরাম। যদি কখনও খোদা নাখাস্তা, খোদা নাখাস্তা আমীরে জামায়াতের সাথে মজলিসে শূরার বড় রকমের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ফোরাম এই রুকন সম্মেলন। কিন্তু এই রুকন সম্মেলন আমাদের কর্মী সমর্থকদের নির্বাচিত কোন ফোরাম নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় দেড়-দুই কোটি মানুষ এখন জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত। মাঠে ময়দানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তাদের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ। এই সংগঠনের আমীরে জামায়াতের নির্বাচন আপনারা করেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নির্বাচন আপনারা করেন। সাংবিধানিকভাবে প্রতিনিধি বলা না হলেও মূলতঃ রুকন যারা হয়ে যান, তারা স্থায়ীভাবে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। এই প্রতিনিধিত্ব করার দুইটি দিক।

প্রথম দিক হলো- ইসলামের প্রতিনিধিত্ব। ইসলামের সঠিক দাওয়াত, ইসলামের সঠিক শিক্ষা, ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরার মত সামর্থ্য

www.pathagar.com

রুকনদের হওয়ার কথা। ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই রুকন করার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়। সেটাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে শুধু মুখের কথায় নয়। আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব আমাদের করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) 'সত্যের সাক্ষ্য' বইটিতে শাহাদাতে ক্বাউলি এবং শাহাদাতে আমলী, মৌখিক সাক্ষ্য এবং বাস্তব সাক্ষ্যের ব্যাপারে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, মূলতঃ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে ঐ দিকগুলো আমাদেরকে অর্জন করতে হবে।

প্রতিনিধিত্বের আরেকটি দিক হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আমরা সবাই বলি, এটা নিছক রাজনৈতিক দল নয়, নিছক ধর্মীয় দল নয়। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি সংগঠন। কিন্তু প্লাটফর্মে দাঁড়ালে দেখি রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী নন তাদের বক্তৃতার সাথে আমাদের বক্তৃতার মৌলিক কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার যারা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন-সংগঠন করেন, ধর্মীয় ব্যাপারে, দ্বীনি ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও পার্থক্য খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি এটা আমার অনুভূতি বলছি। এটা বুঝিয়ে বলার মত ভাষা আমার নিজের কাছেও যথেষ্ট পরিমাণে নেই। এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আছে এটা আমি পরিষ্কার বলতে চাই। আমাদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর মত একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার মুহূর্তে আমরা একটি গঠনতন্ত্রকে সামনে রেখে শপথ নিয়েছি। শপথ বাক্যটাই যদি আমরা বারবার একটু সামনে আনি, রুকনিয়াতের গোটা দায়িত্ব পালনের অনুভূতি, ঐ শপথ বাক্যগুলো সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম। এই শপথের সূচনায় কালেমা শাহাদাত- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। আর এর সমাপনী বক্তব্য-

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ –

(নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার হায়াত ও আমার মওত আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য।)

এর মাঝে আকিদার প্রসঙ্গ আছে, এর মাঝে বিশেষ করে কর্মনীতি, স্থায়ী কর্মনীতি আছে। এই স্থায়ী কর্মনীতি যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলে কোন প্রকারে দায়-দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের প্রভাব আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমি আশা করব আজকে 'আদর্শ রুকন' এই বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি যেভাবে এসেছে এটাকে আমাদের শপথ বাক্যের সাথে মিলিয়ে আমরা নিজেদেরকে সত্যিকারের ইসলামের এবং জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আত্মনিয়োগ করব। আমাদের সংগঠনের জীবনী শক্তি, প্রাণশক্তি হিসেবে দুটো বিষয় যা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) থেকে আমরা পেয়ে আসছি। একটি পরামর্শ, আর একটি হলো মুহাসাবা।

পরামর্শ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমার অবজারভেশনে কিছু দুর্বলতা দেখে থাকি। পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে আমরা যারা শরিক হয়েছি, দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে, ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমার দিলে কোন বাস্তব পরামর্শ দেওয়ার মত কোন আইডিয়া দান করেন, সেটা একটা আমানত। সেটাকে যথাস্থানে, যথাযথভাবে পেশ করতে হবে। অন্যান্য আন্দোলন সংগঠনে পরামর্শ দেওয়াটা অধিকার। আমাদের আন্দোলনে পরামর্শ দেওয়াটা একটা দায়িত্ব। একটা আমানত। অভিযোগ আছে দায়িত্বশীলদের মধ্যে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে নাকি কিছুটা অসুবিধা আছে। যদি কোথাও থেকে থাকে এটা দূর হওয়া দরকার। পরামর্শ দিতে হবে, অবশ্য পরামর্শ যদি আকাশ-কুসুম চিন্তার ভিত্তিতে হয়, ইউটোপিয়ান আইডিয়ার ভিত্তিতে হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। মাঠে-ময়দানে কাজ করার মাধ্যমে, ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলার মাধ্যমে যে আইডিয়া আসে সেটা বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত হতে বাধ্য। তার আলোকে যদি পরামর্শ আসে সে পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রেও উদারতা থাকতে হবে, পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রেও উদারতা থাকতে হবে।

পরামর্শের সাথে মুহাসাবার বিষয়টি- যেটা ছিল আমাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, আমি লক্ষ্য করছি মুহাসাবার এই বিষয়টি এখন পরিত্যক্ত হয়ে আসছে। এটা আমাদের জন্য সুখকর নয়, কোন শুভ সংবাদ নয়। আমরা ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। অতএব ভুল-ত্রুটি সংশোধনের স্থায়ী প্রক্রিয়াই হল মুহাসাবা। মুহাসাবা করার জন্যে যে সৎ সাহসের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে সেই সৎ সাহসের অভাব আছে। অনেকে বলেন, মুহাসাবা করলে সম্পর্ক খারাপ হয়। মুহাসাবা করলে নাকি রুকনিয়াত চলে যেতে পারে! তো আমি কি রুকনিয়াত রাখার জন্যে ইসলামী আন্দোলনে এসেছি? নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ইসলামী আন্দোলনে এসেছি। অতএব এই ভয়-ভীতি অমূলক। মুহ-াসাবা হতে হবে সংশোধনের নিয়তে, পদ্ধতি অনুসরণ করে। কাউকে জব্দ করার জন্যে নয়, কাউকে আটকাবার জন্যে নয়। ইখলাসের সাথে মানুষের সংশোধনের

www.pathagar.com

জন্যে। বরং মুহাসাবার ক্ষেত্রে যেমন সৎ সাহসের অভাব আছে, তেমনি আমাদের কারও কারও মধ্যে মুহাসাবা গ্রহণ করার মত উদারতা এবং সৎ সাহসের অভাব আছে। দুটোই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। সংগঠনে গতিশীলতা আনয়নের জন্যে, পরামর্শ এবং মুহাসাবার প্রাকটিস যথাযথভাবে সংগঠনের মধ্যে চালু করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

এর পর আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আনতে চাই তা হলো- আমাদের এই আন্দোলনের মূল পুঁজি ইখলাস, ইখলাস এবং ইখলাস। "খালেসাতান লিল্লাহ"। আমি আন্দোলনে শরিক হয়েছি আখেরাতে নাজাতের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ইলমে হাদিসের কিতাবের সহীহ বোখারীর প্রথম হাদীস- "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত"। নিয়তটার উপরেই সকল কার্যক্রমের মূল্যায়নটা নির্ভর করে। এই পরামর্শ দান ও মুহাসাবা করা সৎ সাহসের কাজ। এটা গ্রহণে সৎ সাহসের অভাবেরও মূলে রয়েছে এখলাস। সত্যিকার অর্থে যদি এখলাস থাকে এখলাসের ভিত্তিতেই যদি আমি কারও সংশোধন চাই, এখলাসের ভিত্তিতেই যদি আমি কোন পরামর্শ দেই তাহলে এটা মানুষের দিলের উপরে অবশ্যই আছর করবে। কারণ এখলাসের সাথে কথা বললে সেটা হয় মনের কথা, দিলের কথা। এখলাস ছাড়া কথা বললে সেটা হয় আরটিফিশিয়াল, কৃত্রিম কথা। কৃত্রিম কথার মধ্যে নৈতিক কোন প্রভাব থাকে না। এখলাসের বিষয়ে আমরা যদি কোন তরবিয়াত ক্যাম্পের বক্তৃতার বিষয় রাখি আমার মনে হয়, যে কোন রুকন-ভাই ও বোনকে বক্তৃতা করতে দিলে তারা এক ঘন্টা, দেড় ঘন্টা সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারবেন। এর উপরে বক্তৃতা দেওয়া যত সহজ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে এখলাসের পরিচয় দেওয়াটা অত সহজ নয়।

কিন্তু এটাকে সহজ বানাতে হবে। যদি আমরা এটাকে সহজ বানাতে পারি, তাহলে অনেক সাংগঠনিক সমস্যার জটিলতা থেকে আমরা আমাদের সংগঠনকে মুক্ত রাখতে পারব। ইখলাসের মূল দাবীই হলো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রাগ-বিরাগ, ক্রোধ-আক্রোশের উর্ধ্বে উঠে দেশ-জাতি, সর্বোপরি ইসলামের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই ইখলাস ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য, যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

আমি একটু আগে বলছিলাম, ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি এবং আখেরাতে নাজাতের জন্যেই আমরা ইসলামী আন্দোলনে এসেছি। দুনিয়ার সাফল্য অবশ্যই কাম্য। এ ব্যাপারে কোন মত পার্থক্যের সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের সংগ্রামের ডাক দিয়ে এর প্রধান পুরষ্কার হিসেবে ঘোষণা করেছেন মাগফিরাত, নাজাত এবং জান্নাতকে। জাগতিক সাফল্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার ব্যবহৃত ভাষা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, 'ওয়া উখরা' আর একটা আছে, 'তুহিব্বুনাহা' - তোমাদের কাছে সেটা খুবই আকর্ষণীয়। তোমরা সেটা খুবই পছন্দ কর। সেটি কী? "নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব" আল্লাহর সাহায্যে নিকটতম বিজয়।

জাগতিক সাফল্য গৌণ আমি এটা বলব না। কিন্তু এই জাগতিক সাফল্যের শুভ সংবাদ তাদের দেওয়া হয়েছে, যারা কেবলমাত্র আযাবুন আলীম থেকে নাজাতের জন্যে, মাগফিরাতের জন্যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি-খুশি করার জন্যে, জান্নাতের জন্যে, ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। জাগতিক সাফল্যের পরে আসে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এটা একটা বড় আমানত। এই আমানতের সদ্ব্যবহার করা, ইনসাফ করতে সক্ষম হওয়া, স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে ইনসাফ করতে সক্ষম হওয়া তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা দুনিয়াকে লাথি মেরে আখিরাতের সাফল্যকে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে পরিষ্কার থাকতে হবে। সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলে আছি, না হলে নাই এটা কিন্তু এই চিন্তাধারার, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী বিষয়।

আমি এরপরে যে বিষয়টির কথা বলতে চাই তা হলো, এই আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ পাওয়া আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানী। আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ মেহেরবানী। তিনি তাঁর কিতাবে হাকিমে বলেছেন, "হুয়াজ তাবাকুম"।

তিনি এই আন্দোলনের জন্যে তোমাদেরকে বাছাই করেছেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন দ্বীন কায়েমের আন্দোলন ফরজ। এটা অনেক বড় বড় আলেম ওলামাও তো বলেন না। এরা অল্প শিক্ষিত অথবা স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত লোকেরা এটা কোথায় পেলো! আসলে এই দ্বীন কায়েমের আন্দোলন কোন শ্রেণীবিশেষ, গোষ্ঠীবিশেষের জন্য ঠিকাদারি নয়। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান তাকে এই কাজের জন্য বাছাই করেন। যাদেরকে বাছাই করেন তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান। সূরা মায়িদার ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ –

www.pathagar.com

এখানে দুইটা বিষয় আমরা দেখি, একটা হলো দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে কারো ঠিকাদারি নেই, স্থায়ী ইজারাদারি নেই। যারা এই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের সুযোগ পায়, তারা যদি এর হক আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালা যদ্দিন তারা হক আদায় করে, ততদিন এর উপর রাখেন। যদি হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়, তাদের পিছু হটিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে এ দায়িত্বে নিয়ে আসেন। এক নম্বরে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন। এটা আমাদের জন্য বড় আবেগের। ইকামতে দ্বীনের ফরজিয়াতের অনুভূতি তারাই লাভ করতে সক্ষম হয় যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের দৃষ্টি পড়েছে। সেই সাথে তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কোন নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনার ধার ধারে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাড়তি নিয়ামত। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান তাকে এই নিয়ামত দান করেন। এই দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের অংশগ্রহণের সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একটি বাড়তি মর্যাদা। কিন্তু সেই সাথে এই মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হলে এর পরিণাম-পরিণতিও কিন্তু ভয়ংকর। এটাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে।

এই আন্দোলনে ছবর এবং তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই আন্দোলনে অতীতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন- আম্বিয়ায়ে কেরাম আ'লাইহিমুসসালাম, সিদ্দিকীন, ছালেহীন এবং শুহাদা। তারা সকলেই নানা রকমের বিপদ-আপদ, মুছিবতের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। হাদীসে কুদসিতে আছে-

اَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ –

সবচেয়ে বেশী বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন যারা হয়েছেন তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম (সা.)। এর পর আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণের দিক দিয়ে যারা যত অগ্রসর, তাদের উপর তত বেশী বিপদ মুছিবত এসেছে। এই আন্দোলনে যারা অংশ নেয়, তাদের ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা অতিক্রম করে আন্দোলনে টিকে থাকতে হলে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিহার্য। আর এই সম্পর্কের ভিত্তিই হল ছবর এবং তাওয়াক্কুল-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ – وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ –

"ছবর কর, ছবর তোমার বৃথা নয়। তুমি ছবর করলে তোমার সাথে আল্লাহ আছেন।"

এই ছবরের ব্যাপারে আমি বাস্তবে দু'একটা কথা বলতে চাই। প্রতিকূল অবস্থা আসলে অথবা বিজয় সুদূর পরাহত মনে হলে আমাদেরকে হতাশা-নিরাশা পেয়ে

www.pathagar.com

বসে। যদি দেখা যায় সাংঘাতিক প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে, সাংঘাতিক সমালোচনা হচ্ছে, সাংঘাতিক বিরোধিতা হচ্ছে সেই সময় অস্থিরতা আসে। এই অস্থিরতা এবং পেরেশানী কিন্তু ছবর ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আমাদেরকে বিষয়টা সামনে রাখতে হবে। পরীক্ষা কার জন্য কিভাবে আসবে এটা আল্লাহ তা'য়ালার ফায়সালা। সবার জন্য এক ধরনের পরীক্ষা আসা জরুরি নয়। কিন্তু এ পথে যারাই পা বাড়ায় পরীক্ষা তাদেরকে স্পর্শ করে। পরীক্ষার স্তর তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকে আমরা যে চতুর্মুখী সমালোচনা নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এটা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে গুণ আমাদেরকে সাহায্য করে সেই গুণের নামই ছবর এবং তাওয়াক্কুল।

আমি এর পরে ইসলামী ঐক্যের উপর একটি কথা বলে আমার কথা শেষের দিকে নিতে চাই। ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে আমাদের মুহতারাম সাবেক আমীরে জামায়াত যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গী-সাথী হিসেবে আমরাও চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখনও বাঞ্ছিত মানে ইসলামী ঐক্য আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। কিন্তু এ বিষয়টি আমাদের কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আছে এবং থাকবে। এই ইসলামী ঐক্যের লক্ষ্যেই আমরা কোন ইসলামী দলের বিপক্ষে কোন কথা বলি না, সকল ইসলামী দলের খেদমতকে আমরা স্বীকৃতি দেই। বর্তমানে জঙ্গীবাদের প্রসঙ্গে এসেও আমরা যে জোরালো বক্তব্য দিয়েছি, তা শুধু জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেই দেইনি; এদেশের সমস্ত পরিচিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলের পক্ষে দিয়েছি, ব্যক্তির পক্ষে এবং আলিম-ওলামার পক্ষে দিয়েছি। আমাদের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই : অনেক সময় লক্ষ্য করি কারো কারো মধ্যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়, হায় হায় কি হয়ে গেল, এ ধরনের একটা উক্তিও কেউ কেউ করে থাকেন। এ হীনমন্যতাবোধ আমাদের মধ্যে থাকা চলবে না। আমি মনে করি আমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য সব ইসলামী দল যদি ইখলাসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাতে আমাদের মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ ইসলামী আন্দোলনকে আমরা দোকানদারি মনে করি না। আর একটা দোকান বাড়লে আমাদের গ্রাহক কমে যাবে এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা জামায়াতে ইসলামীতে নাই, অতীতে ছিলনা, এখনও নাই, সামনেও থাকবে না। যদি কেউ ইখলাসের সাথে ছোট ছোট দলকে এক করে বড় একটি ইসলামী শক্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাতে আমাদের ঈর্ষাকাতর হওয়ার কিছু নেই। ইখলাস থাকলে অবশ্যই সেটা আমাদেরও সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবে। আর যদি ইখলাস না থাকে তাহলে তাদের বিষয়টা দেখার জন্যে আল্লাহ কি যথেষ্ট নন? অতএব আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছি কিনা সেটাই দেখতে হবে।

www.pathagar.com

এরপরেও যদি কিছু ঘটে, সে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার উপরে সোপর্দ করতে হবে। 'উফাওয়িদু আমরি ইলাল্লাহ।'

আমার আরও কিছু বলার ছিল। গত বছর আমরা দীর্ঘ দিন যাবত প্রস্তুতি নিয়ে এখানে প্রতিনিধি সম্মেলন করেছিলাম। সেটা নিয়ে একটা অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা পত্রিকায় আসল। আজকের এই সম্মেলন আমাদের দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতির পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কালকে কে বা কারা একটা সমাবেশ করেছে। তাদের ঐ সমাবেশকে ভন্ডুল করার জন্য নাকি আমরা তড়ি ঘড়ি করে এই রুকন সম্মেলন করছি। দ্বীনের লেবাস পরে এইভাবে যারা নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, আর যাই হোক দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ইখলাস আছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

অতএব এরা কিছু কথাবার্তা বললে আমারা যেন হীনমন্যতার শিকার না হই। আবারও এ বিষয়টা আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

ইসলাম কায়েম হওয়ার ক্ষেত্রে, ইসলাম কায়েম করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী যেই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, এর কোন বিকল্প নেই। এটা বস্তব সম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে যারা পরিচিত, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গৃহীত নীতি, পদ্ধতি এবং কৌশলকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন, স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দের শিকার না হই। এই বিষয়টি আমি বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টিতে আনতে চাই।

সবশেষে আমি বলতে চাই, এই আন্দোলনে যোগদান আল্লাহর মেহেরবানীতে, টিকে থাকাটাও আল্লাহর মেহেরবানীর উপর নির্ভর করে। এই আন্দোলনের সাফল্যও তাঁরই সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতি উভয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার মালিক তিনি। তাঁর সাথে আমাদেরকে গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। উত্তম নামাজ এবং তাঁর কিতাব আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা বাঞ্ছিত মানে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। উত্তম নামাজ এবং কুরআনের সাথে সম্পর্কের পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সর্বক্ষণ নিজের দিলটাকে রুজু রাখার উপায় হলো দু'আ। দু'আ সর্বোত্তম জিকির, দু'আ সর্বোত্তম ইবাদত। নামাজ ইটসেলফ ইবাদত এবং দু'আ।

আমরা মাঠে-ময়দানে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করব। আর সেই দায়িত্ব যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারি এজন্য আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনায় সবসময় দিলটা যেন তার দিকে থাকে।

বিশেষ বিশেষ সময়ের গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমি মনে করি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দিলটাকে রুজু রাখার ব্যাপারে চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। চলার

www.pathagar.com

পথে নির্জন-নিরালায় যখনই সুযোগ হয় আল্লাহ তা'য়ালার শিখানো দু'আ, আল্লাহর রাসুলের শিখানো দু'আ এগুলোর প্র্যাকটিস করার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গভীর নিবিড় হতে পারে এবং এই সম্পর্কের বাঁধন যত মজবুত হবে ততই এ পথের চড়াই উতরাই মোকাবেলায় আমরা সাহস হিম্মত করতে পারব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শিখানো দু'আগুলোর মধ্যে ছবরের তৌফিক চাওয়াটা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শিখিয়েছেন-

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

এমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে এই দু'আ শিখিয়েছেন-

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ -

প্রিয় রুকন ভাই ও বোনেরা

আমি এই কয়টি কথার মাধ্যমে আবারও মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের শুকরিয়া জানাচ্ছি এই রুকন সম্মেলন সফল হওয়ার জন্যে। সেই সাথে ভাই-বোনদেরও আমি শুকরিয়া জানাচ্ছি। অবর্ণনীয় কষ্ট সত্ত্বেও তারা এই সম্মেলনের প্রতিটি অনুষ্ঠান, প্রতিটি প্রোগ্রাম মনোযোগের সাথে অনুসরণ করেছেন। আমি আশা করব এই সম্মেলন আমাদের সাংগঠনিক জীবনে সুদূরপ্রসারী একটি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। সেই সাথে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীকে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিবে। এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবার সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সেই সাথে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বিকে আমাদের সকলকে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের দরবারে দু'আ করার আহবান জানাচ্ছি। দু'আর সাথে সাথেই আমাদের এই সম্মেলনের সকল আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য

সম্মানিত আমীরে জামায়াতের নির্দেশক্রমে আমি আজ এই রুকন সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইতিমধ্যে এই বিষয় সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন। দু'টি কারণে আমার কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হলো আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে যে অবস্থানে আছে সে অবস্থানে থাকার কারণে।

জামায়াতের রুকন ভাই হই কিংবা বোন হই, ছোট দায়িত্বশীল হই কিংবা মাঝারী দায়িত্বশীল হই, জামায়াতে ইসলামীকে দেশের জনগণের কাছে উপস্থাপনের জন্যে আরও বেশী ইতিবাচক, বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক ভূমিকা আমাদের পালন করা প্রয়োজন। যদি আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক দিকগুলো বলিষ্ঠতার সাথে এবং পরিপক্কতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম না হই, তাহলে জনগণের কাছ থেকে আমরা যে আস্থা অর্জন করতে চাই সে আস্থা অর্জনে আমরা হয়ত ততটা সফল হবো না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এখনকার আলোচনার মাধ্যমে আমি আশা করি আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি চেতনা ও উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং আরো বেশী করে জেনে বুঝে আমরা ভূমিকা পালন করতে পারবো। আমি আমার আলোচনার প্রথম পর্যায়ে যা বলতে চাই তার একটি বড় অংশ সম্মানিত আমীরে জামায়াত উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন। তা হলো বর্তমান জোট সরকারের অভূতপূর্ব কতগুলো সাফল্যের কথা। ব্যাখ্যা ছাড়াই আমি এখানে কয়েকটি সাফল্যের কথা বলতে চাই।

এটি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ৮ম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে "জাতীয় নির্বাচন ও আমাদের করণীয়" বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের বক্তব্য।

www.pathagar.com

১. **সন্ত্রাস দমনঃ** জোট সরকার এখানে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকার কোন দল মতের দিকে তাকায়নি। মানুষের জীবন এবং সম্পদ বিনষ্ট করার জন্যে যারাই ভূমিকা পালন করেছে, সরকার তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদেরকে দমনের ব্যবস্থা করেছে একথা সবাই স্বীকার করবে। সাম্প্রতিক কালে এতখানি সন্ত্রাস মুক্ত অবস্থা বাংলাদেশে ছিলনা।

২. **দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নকল বন্ধ করাঃ** একটি জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা। সেখানে যদি অবাধভাবে নকল চালু থাকে তাহলে সে জাতিকে কখনো দাঁড় করানো সম্ভব নয়। নকল এতখানি শিকড় গেঁড়ে বসেছিল যে, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে নকল বন্ধ করা তাদের সামনেও নকল করাটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়নি। একজন পিতা বা একজন মাতার নিকট সন্তানের নকল করাটা জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও কখনও ভিন্ন রকম অবস্থা পরিলক্ষিত হতো। নকল করে যদি পড়ালেখা করা হয় পরবর্তিকালে রাষ্ট্র পরিচালনায়, সরকার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, দল পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রেই এই নকল একটা বড় ধরনের অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

একটি দল পরিচালনা সহজ কথা নয়। এখানে যেমন সৎ ও চরিত্রবান লোকের প্রয়োজন তেমনি দক্ষ এবং যোগ্য লোকের প্রয়োজন। নকল করে নকলবাজরা কখনো দক্ষ এবং যোগ্য হতে পারে না। রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতার প্রয়োজন আরো বেশী। বর্তমান জোট সরকার এ ব্যাপারে একটি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির ব্যাপারেও যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে বছরের পর বছর সেশন জট অভিশাপ আকারে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সেখানে গত সাড়ে চার বছরে নতুন করে সেশন জট হয়নি বরং আগের জট কিছুটা খুলে আরো সামনের দিকে. এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

৩. **শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেঃ** অনেক দেশ এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। অনেক প্রস্তাব এসেছে। অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, অনেকগুলো বিবেচনার মধ্যে আছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চিনি জনগণের জন্য প্রয়োজন তার বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু যতটুকু চিনি উৎপাদন হয় এই চিনির কারখানাগুলো এতদিন পর্যন্ত শুধু লোকশানই দিয়ে এসেছে। আল্লাহর রহমতে এবারই প্রথম চিনি কলগুলো বাংলাদেশে লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে ঃ** বিশেষ করে যারা চরম দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বসবাস করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জোট সরকার বিগত বছরগুলোতে টার্গেট নিয়ে তাদের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ, বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, অনুদান প্রদান, ক্ষুদ্র লোন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করেছে।

৫. **মাথাপিছু আয় বেড়েছে ঃ** ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মাথা পিছু আয় ছিল ৩৪০ মার্কিন ডলার। আর এখন মাথাপিছু আয় দাড়িয়েছে ৪৮২ মার্কিন ডলার। তার মানে সরকারের এই সাড়ে চার বছরে মাথাপিছু গড় আয় বেড়েছে প্রায় দশ হাজার টাকার মত। অর্থাৎ এই পরিমাণ দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে ফ্রি ইকোনোমিতে, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যেখানে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া হয় সেখানে সরকারের দায়িত্ব মুলতঃ দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কারণ বিশ্বটা এত ছোট হয়ে এসেছে যে, এক জায়গার দ্রব্যমূল্য আরেক জায়গার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ২০০১-২০০২ সালে যে পরিমাণ পেট্রোল আমাদের কিনতে হতো ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে, সেই পরিমাণ পেট্রোল এখন আমাদেরকে কিনতে হয় ১৬০০ কোটি টাকা দিয়ে। এই তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জনগণ দায়ী নয়, এই তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জোট সরকার দায়ী নয়। আপনারা জানেন এর মধ্যে সংগঠিত হয়েছে ইরাক যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলোতে তেল উৎপাদন হয় সে দেশগুলোর তেল উৎপাদনকে ব্যাহত করা হয়েছে। সংরক্ষণ এবং সরবরাহকে ব্যাহত করা হয়েছে, তেল বিশুদ্ধ করণকে ব্যাহত করা হয়েছে যার চাপ আজকে আমাদের উপরে পড়েছে। আমাদের দেশে যে তৈল বিক্রি হয় ৫৭ সেন্টে, এই তৈল ভারতে বিক্রি হয় ১৪৪ সেন্টে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ডাবল দামে। আমি কথাটা এই জন্যেই বলছি যে, গ্লোবাল সিচ্যুয়েশনে পৃথিবী ছোট হয়ে আসার কারণে, পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজ হওয়ার কারণে আজকে এক দেশের অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্য, মার্কেট, বাজার ব্যবস্থা আরেক দেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এটাকে জোর করে উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

রুকন ভাই ও বোনেরা,

আপনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিফাইড ও ডিগ্রীর পাশাপাশি জামায়াতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। এই জন্য আপনাদের কাছ থেকে বাস্তব প্রতিনিধিত্ব সকলে আশা করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

২০০১-২০০২ সালে এই সরকারের প্রথম বাজেট। উন্নয়ন খাতের বাজেট তখন আমরা করেছিলাম শতকরা ৫৮ ভাগ টাকা বিদেশ থেকে এনে। আল্লাহর রহমতে জনগণের সহযোগিতায় ২০০৫- ২০০৬ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট শতকরা ৫৮ ভাগ ইন্টার্নাল সোর্স থেকে হয়েছে।

দেশের সম্পদের মাধ্যমে আমরা আমাদের সিংহভাগ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ বাংলাদেশে সাড়ে চার বছরে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১৫ভাগেরও বেশী। এই কথাগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই যে সফলতা, সরকারের এই সফলতায় আমরা প্রথম অংশীদার হয়েছি। এই সফলতার পেছনে নিঃসন্দেহে জামায়াতের নিরলস প্রচেষ্টা এবং জামায়াতের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের পরিশ্রম ভূমিকা রেখেছে। এই সাফল্যের জন্য দেশের ১৪ কোটি মানুষের অংশ হিসাবে জামায়াতে ইসলামী এখানে তাদের ইতিবাচক ভূমিকার সাফল্য দাবী করতে পারে।

এর সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামী বিগত সাড়ে চার বছরে ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে আরও যে কয়েকটি ভূমিকা পালন করেছে তা হচ্ছে ঃ-

১. **বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনাল পলিটিক্স ঃ** সাংবিধানিক রাজনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য, সাংবিধানিক রাজনীতিকে দৃঢ় করার জন্য জামায়াতে ইসলামী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনকে কলুষিত করার-জন্যে, অসাংবিধানিক রাজনীতি এই দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য গত সাড়ে চার বছরে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর রহমাতে এবং আপনাদের দোয়ায় অত্যন্ত সচেতন থেকে অসাংবিধানিক রাজনীতি যাতে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

মাটিতে আবার চালু হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে গত সাড়ে চার বছর জামায়াত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে।

২. **সংসদীয় রাজনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা ঃ** দেশের সংসদীয় রাজনীতিকে অচল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। আপনারা ভাল করে জানেন ইলেকশনের পর পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রথমে তাদের স্পীকারকে দিয়ে আমাদের শপথ বিলম্বিত করেছিল। এখানে ব্যর্থ হয়ে তারা বলেছে আমরা শপথ নেব না, এরপর শপথ নিল। তারপর বলল আমরা সংসদে যাব না। পরে সংসদে গিয়েছে। এরপর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা সংসদ বয়কট করেছে। তারপর যখন অনুপস্থিতির কারণে দেখল তাদের সদস্য পদ শূন্য হয়ে যাবে তখন লোক দেখানোর জন্য এবং তারা যাদেরকে খুশী করতে চায় সেই মহলকে খুশী করার জন্য তারা পার্লামেন্টে গিয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার পার্লামেন্টে গিয়ে তারা রুলস অব প্রসিডিউর অর্থাৎ সংসদের কার্য প্রণালী বিধি লংঘন করার ব্যাপারে অত্যন্ত জঘন্য নজির স্থাপন করেছে। সেখানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মহিলাসহ বর্তমানে ২০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য রুলস অব প্রসিডিউর অনুসরণ করে এক যুগান্তকারী নজিরই শুধু স্থাপন করেনি বরং সংসদকে সচল রেখে আইন পাশ করতে সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সংসদকে সচল রাখার চেষ্টা করেছে। যার ফলে তাদের পক্ষ থেকে সংসদকে অচল করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সেটাকে আমরা বানচাল করতে সক্ষম হয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর এই ভূমিকা ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি।

৩. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মান এবং ধৈর্যের পরিচয় ঃ** আপনারা দেখেছেন গত সাড়ে চার বছরে বারবার গণতন্ত্র বিরোধী ষড়যন্ত্র হয়েছে। আমরা সাড়ে চার বছর ক্ষমতার অংশীদার ছিলাম এটাকে কোন কোন মহল অপরাধ মনে করছে। জামায়াতে ইসলামীর ক্ষমতায় অংশগ্রহণ প্রধান বিরোধী দলের নিকটও বড় অপরাধ। কোন কোন শক্তিধর মহলের দৃষ্টিতেও অপরাধ। তারা একযোগে, যুগপৎভাবে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, আইন হাতে তুলে নিয়েছে এবং ভাংচুর, নৈরাজ্য, হত্যা, সন্ত্রাসের আমদানী করে দেশের পরিবেশকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদেরকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। নেতৃবৃন্দকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রুকন ভাই-বোনদেরকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে আমরা উত্তেজিত হয়ে কিছু অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করি সে জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তিলকে তাল এবং সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে সত্য বলে তুলে ধরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ তারা জামায়াতে ইসলামীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কার্যক্রমকে কখনই মেনে নিতে পারেনি।

আল্লাহর রহমতে আমরা সে ষড়যন্ত্র পাড়ি দিয়ে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের মেয়াদ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ২৮ অক্টোবর ইনশাআল্লাহ আমরা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করব। আমরা আশা করি ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে কেয়ার টেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

৪. **অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ঃ** আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশে, আনন্দমুখর পরিবেশে, উৎসবের সাথে নির্বাচন হবে। কোন শক্তির ক্ষমতা নেই নির্বাচনের এই পরিবেশকে ব্যাহত করতে পারে, জনগণের অধিকারকে ছিন্ন করতে পারে। কেউ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক এটা তাদের ব্যক্তিগত বা দলীয় ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার মত কোন শক্তি বাংলাদেশে আছে বলে আমরা মনে করি না। এই কথা জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই। আমরা তাদের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছি। সাংবিধানিক রাজনীতি চালু করার মাধ্যমে ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাতীয় নির্বাচন হবে আপনারাও নিশ্চয় তার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

৫. **সরকারে অংশগ্রহণ করে সততা এবং যোগ্যতার পরিচয় ঃ** আমি আগেই উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের ভূমিকা উল্লেখ করেছি। আমরা সরকারের নতুন পার্ট হিসাবে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় শূণ্যের কোঠায় ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের দোয়ায় সরকারে অংশগ্রহণ করে 'জামায়াতে ইসলামী একটি অযোগ্য দল', জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বোধহয় তা

www.pathagar.com

প্রমাণ হয়নি। বরং দুই দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী সততা এবং যোগ্যতায় একটি সফল দল হিসাবে আজ বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃত। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন তেমনি তাদের নিজ নিজ এলাকায় সততা এবং যোগ্যতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আপনারা জেনে খুশী হবেন আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখেছি গত চার-সাড়ে চার বছরে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়নমূলক যে কর্মকান্ড করেছেন এই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অতীতের তুলনায় একটি নযীর বিহীন উন্নয়ন কর্মকান্ড। আমি বিশ্বাস করি আগামী ২০০৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে ঐ সমস্ত এলাকার জনগণ তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করবে।

৬. **বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঃ** আপনারা জানেন জোট সরকারের এ সময়ে ইসলাম এবং উম্মাহ বিরোধী ষড়যন্ত্র বার বার করা হয়েছে। আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, নাইন ইলেভেনের ঘটনা, এই ঘটনার সাথে বাংলাদেশের মত গরিব দেশগুলো জড়িত নয়। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই ঘটনার পর পর বাংলাদেশের মত দেশগুলোর উপর একটি প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই কয়েক বছরে আপনারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ দেখেছেন, ইরাক যুদ্ধ দেখেছেন, আরো অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু আমি এটা স্পষ্ট করে বলবো, আজকে যে জোট সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে, এই জোট সরকার এখানে সকল প্রকার রক্তচক্ষুকে পাশ কাটিয়ে, সকল প্রকার প্রতিকূল অবহাওয়াকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এই দেশ তার বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, জাতীয় উন্নয়ন অবকাঠামো, রাজনীতি, কৃষ্টি-কালচার সবকিছুই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে করবে। অন্যের চাহিদানুযায়ী করবেনা। সাড়ে চার বছরে কমপক্ষে আমরা ইতিবাচক তেমন কিছু যোগ করতে না পারলেও আমরা যে আপোষকামী কোন শক্তি নই, জোট সরকার যে আপোষকামী নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব স্বকীয়তায় ঐতিহ্যমন্ডিত একটি সরকার এটা প্রমাণ হয়েছে। এ জন্য বিদেশে বাংলাদেশের সমাদর বেড়েছে। আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কয়েকটি দেশ সফর করার এবং সুযোগ হয়েছে

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার। আমি দেখেছি আল্লাহর রহমাতে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই ইতিবাচক দিকগুলির কারণেই জোট সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দেশ-জাতি, ইসলাম এবং উম্মাহর স্বার্থে অপরিহার্য। এখানে যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায়, তারা মনে করে, বাংলাদেশ এভাবে মাথা উচু করে দাঁড়াবার পিছনে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনীতিকে দৃঢ় করার ব্যাপারে, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিকে সচল করার ব্যাপারে, বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীলতার পিছনে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন ও সাফল্যের পিছনে, জামায়াতে ইসলামী মূল নিয়ামক শক্তি। এই জন্য জাতি, দেশ, ইসলাম ও উম্মাহ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানকে দুর্বল করতে চায়।

জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান কি

গোটা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা হচ্ছে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। আর ক্ষমতাসীন সরকারে জামায়াতে ইসলামী হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। এই যে অবস্থান, এ অবস্থানকে তারা দুর্বল করতে চায়। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী নির্বাচনে যাতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান দুর্বল হয়। আগামী নির্বাচনে তারা জামায়াতে ইসলামীর বিজয়কে কঠিন থেকে কঠিনতর করতে চায়। এই জন্য তারা চর্তুমূখী আক্রমণ করছে। এই আক্রমণ তারা তীব্রতর করার চেষ্টা করবে। এটা তাদের লক্ষ্য এবং তাদের সিদ্ধান্ত।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা কি করবো? আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ জানতে পেরে হতাশ হবো? আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ জানতে পেরে দুর্বল হবো? আমরা কি আপোষের পথে যাবো? না আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আগামী নির্বাচনে অংশ নেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতে জামায়াতে ইসলামী তার দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করেছে। জামায়াতে ইসলামীর উপর অনেক যুলুম হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর কণ্ঠ চেপে ধরার মত অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অনেক কূট-কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আ'লামিন, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক, যার সন্তুষ্টি অর্জন

www.pathagar.com

করার জন্যই আমরা জামায়াতে ইসলামী করি। সেই আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে জামায়াতে ইসলামী তার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

আমরা বিশ্বাস করি এই চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। যখনই ইসলামের জন্য সোচ্চার কণ্ঠ ও বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠবে, যখনই ইসলামের কথা দিন দিন মানুষের হৃদয়কে জয় করবে, মানুষ এই দ্বীনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এই দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হবে তখনই এ যড়যন্ত্র বাড়বেই, আমরা তা জানি। জানি বলেই অতীতে যেমন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। ইনশাআল্লাহ ২০০৭ সালের নির্বাচনের এই চ্যালেঞ্জকে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো এবং আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে আরেকধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই জন্য আমি বিনীতভাবে কয়েকটি করণীয় আপনাদের সামনে বলতে চাই। জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আমি যতটুকু বললাম, দিন দিন আরো আপনারা বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন। কারণ আপনারা মাঠের কর্মী, আপনারা ময়দানের কর্মী, আপনাদের রয়েছে জনসম্পৃক্ততা। আপনারা যেমনি দেশকে ভালোবাসেন, তেমনি দেশের জনগণকে ভালোবাসেন। আপনারা যেমনি দেশের অগ্রগতি চান, তেমনি ইসলামের প্রতি রয়েছে আপনাদের গভীর ভালোবাসা। আপনারা ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখতে চান। সেই কারণে যতটুকু বুঝ আমাদের সৃষ্টি হলো বা হয়েছে, এটাকে আরো বেশি পরিপুষ্ট করার জন্য, এটাকে আরো বেশী পরিপূর্ণ করার আহবান জানিয়ে আমি বারটি করণীয় সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতে চাই।

এক ঃ সকল স্তরের রুকন ভাই-বোনদের এক নাম্বার করণীয়- এখন থেকে নির্বাচনে বিজয় লাভ করাই হবে আমাদের সাধনা ও ধ্যান। ২০০৭ সালের নির্বাচনের কথা আমি বলছি, আমীরে জামায়াত বলেছেন। ঐ নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা আছে, নিয়মিতভাবে জাতীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক হচ্ছে। আমরা পর্যালোচনা করছি। ময়দানের অবস্থা মূল্যায়ন করছি। আমরা আমাদের অবস্থান বুঝার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের শরীকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছি। সবকিছুই আমরা করছি। আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের

www.pathagar.com

সামনে দেশ ও জাতির স্বার্থ আছে যা আমীরে জামায়াত বলেছেন। সবকিছুকে সামনে রেখে আমরা যতগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এখন থেকে সেই আসনগুলীকে বিজয়ী করাই হবে আমাদের সাধনা এবং ধ্যান। সাথে সাথে জোটের অন্যান্য প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করার জন্যও ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

দুই ঃ এই কয়েকমাস, জুন মাসে আপনাদের সংগঠনকে গুছিয়ে নেওয়ার পর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন। জানুয়ারী মাসে ইলেকশন হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আবার এর মধ্যে দু'টি ভাগ আছে। অক্টোবর পর্যন্ত এক ধরনের পরিস্থিতি। অক্টোবরের পর কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আরেক ধরনের পরিস্থিতি। দুই রকমের পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসবে। জুলাই থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক রকম। আবার ২৮ অক্টোবর থেকে ইলেকশনের আগের দিন পর্যন্ত আরেক রকম। এই ছয়টা মাসে ব্যাপক গণসংযোগ করতে হবে। গণসংযোগ বলতে আমি ব্যক্তিগত গণসংযোগ বুঝাচ্ছি, গণসংযোগ বলতে জামায়াতের পক্ষ থেকে গণসংযোগ বুঝাচ্ছি, গণসংযোগ বলতে জোটের পক্ষ থেকে গণসংযোগকে আমি বুঝাচ্ছি। তিন ধরনের গণসংযোগকে আমি বুঝাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে গণসংযোগ, জামায়াতের পক্ষ থেকে গণসংযোগ, জোটের পক্ষ থেকে গণসংযোগ। এই ছয় মাস হবে প্রকৃত পক্ষে গণসংযোগের ছয় মাস।

তিন ঃ কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। আপনাদের কাছে পরিষ্কার-আমি কাদেরকে কর্মী বুঝাচ্ছি। আর এখানে যে কর্মীর কথা বলা হচ্ছে, তারা নির্বাচনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে আমি সেই কর্মীর কথা বলছি। দুই ধরনের কর্মী সংখ্যা আমাদেরকে বাড়াতে হবে। জেলা আমীরগণ জেলা মজলিসে শূরার বৈঠকে, থানার বৈঠকে, কর্মপরিষদের বৈঠকে বিলম্ব না করে এই কর্মী বানানোর অভিযান আপনাদের যার যার মত করে শুরু করতে হবে এবং এই কর্মী, ঐ যে গণসংযোগের কথা বললাম সেই গণসংযোগেও যাতে সক্রিয় হয় সেই ধরনের কর্মী বানাতে হবে। জেলা মজলিসে শূরা, জেলা কর্মপরিষদে, জেলা সংগঠনের বৈঠকে এখন মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, মূল আলোচ্য বিষয়ই হবে ২০০৭ সালের নির্বাচন।

চার ঃ নির্বাচনী এলাকা কেন্দ্রিক জেলার যাবতীয় কাজ একিভূত ও কনসেন্ট্রেটেড করতে হবে। প্রয়োজনে সাংগঠনিক কাজ পূণর্বিন্যাস করে নিতে হবে। আপনারা বসে ঠিক করবেন এই ছয়টি মাস গতানুগতিক রুটিন ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কতটুকু

www.pathagar.com

পরিবর্তন করবেন। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে নির্বাচনে আমাদেরকে জিততে হবে ইনশাল্লাহ। এই জন্য আপনাদের যা যা করা দরকার তাই করতে হবে। যেমনঃ আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠক- একটা হয় সাংগঠনিক, দুইটি হয় দাওয়াতী, আরেকটি তারবিয়াতী। প্রয়োজনে তিনটা হবে দাওয়াতী, একটা হবে সাংগঠনিক। সাংগঠনিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণের কাজ নিয়ে আসতে হবে। ঠিক তেমনি শূরার বৈঠক, নিয়মিত বৈঠক যা হয়, মূল এজেন্ডা থাকবে নির্বাচন। এইভাবে প্রয়োজনে আমাদের সাংগঠনিক কাজকে পূনর্বিন্যাস করে ফেলতে হবে। নির্বাচনটাই হলো আমাদের এক নাম্বার কাজ। সম্মানিত জেলা আমীরগণ এখানে আছেন, রুকন ভাই-বোনেরা এখানে আছেন। নতুন করে সার্কুলার দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। আপনাদের মনে থাকার কথা ১৯৯১ সালে ১৮টি আসন, ১৯৯৬ সালে ৩টি আসন, আবার ২০০১ সালে ১৭টি আসন। একেকটি পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য এক এক রকম ফলাফল হয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

কখন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে এটা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। সেজন্য কোন জায়গা থেকে আমরা বিজয়ী হলাম এটা বড় কথা নয়। জামায়াতের অবস্থানটাই হচ্ছে বড় কথা। আমরা যেখান থেকে যেভাবে পারি আমাদের আসনকে বিজয়ী করে অবস্থানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। কোন প্রকার ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা, এলাকা ভিত্তিক সংকীর্ণতায় এখানে ভুগলে চলবে না। উদার এবং আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করতে হবে, পরিচ্ছন্ন করতে হবে। যাতে দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা আমাদের অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা যেখানে আছেন সেখানে থেকেই আমরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারি। কোন প্রকার ওয়াসওয়াসা, কোন প্রকার সংশয়, কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের অগ্রযাত্রার পথে যাতে কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেইভাবে আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। জেলা সংগঠন সেইভাবে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

পাঁচ ঃ সরকারের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি সরকারের কতগুলি সাফল্যের কথা বললাম, এগুলো উল্লেখ করে এই ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা সরকারের অংশিদার। সেজন্য ইতিবাচক ভূমিকা আমাদেরকে পালন করতে হবে। যে কারণে আমি কিছু পয়েন্ট দিয়েছি। আমীরে জামায়াতের বক্তব্যের মধ্যেও অনেক পয়েন্ট এসেছে। আমরা

www.pathagar.com

বিভিন্ন কর্মীসভা, জনসভাতেও অনেকগুলি তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

ছয় ঃ জামায়াতের ভূমিকা উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে। আমি জামায়াতের ভূমিকার কথা বলেছি। সেগুলোই হুবহু বলতে হবে। জামায়াতের উজ্জ্বল ভূমিকার ব্যাপারে আমি ছয়টা পয়েন্ট বলেছি। সেই পয়েন্টগুলোই আপনারা মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

সাত ঃ তথ্য সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য রেডিও, টিভি, পত্রিকার ভূমিকা আমাদেরকেই পালন করতে হবে। অমুক পত্রিকা আমাদের খবর ছাপে না, ওখানে আমাদের কভারেজ নাই, এই সমস্ত আফসোস করে কোন লাভ নেই। আমরা কামনা করি এদেশে দিন দিন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রাধান্য পাক।

তাদের ভূমিকা দেখে আমরা নিজেরা নিরব ভূমিকা পালন করব না। তথ্য সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য আমরা নিজেরাই রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা পালন করব। এজন্য সকল রুকন ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এজন্য দৈনিক সংগ্রামসহ প্রয়োজনীয় পত্রিকা নিয়মিত পড়তে হবে। দৈনিক সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর নিউজ পড়তে হবে। বিশেষ করে আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা। আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। আমরা সকল পত্রিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সকল পত্রিকার শুভ কামনা করি।

কিন্তু আমাদের দলের জন্য দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা জামায়াতের সিদ্ধান্ত, জামায়াতের নীতি, জামায়াতের অবস্থাটা স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। অতিসম্প্রতি যে নৈরাজ্য, আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত তার চিত্র দৈনিক সংগ্রামে এসেছে। কোটা প্রথা উঠে গেলে, প্রচার করা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসা হুমকির মুখে পড়বে। কিন্তু পড়ে নাই। কোটা প্রথা উঠে যাবার পরও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এই যে, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে, ফুটবল খেলার একুশ লক্ষ গেঞ্জি সাপ্লাই দেয়ার অর্ডার আছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এইটাকে যারা দেখতে পারে না তারা কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, কিভাবে পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। আমাদের বাজারকে, আমাদের ভাবমর্যদাকে, আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার সকল চেষ্টা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। আপনারা যদি দৈনিক সংগ্রাম পড়েন, দেখবেন এগুলির সকল জারিজুরি ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশকে যারা চিরদিন নিজেদের বাজার বানিয়ে রাখতে চায়, বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তা যারা চায় না, বাংলাদেশকে যারা তাবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায় তারাই অত্যন্ত কূটকৌশলের মাধ্যমে একটার পর একটা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে আপনাকে জানতে হবে। জনগণের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং দেশের জনগণকে সচেতন করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা কোন শক্তিকে অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেবনা। এই মনোভাব পোষণ করে আমাকে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে।

আট ঃ সর্বোচ্চ আর্থিক ও সময় কুরবাণী করতে হবে। আর্থিক কুরবাণীর ক্ষেত্রে আপনারা নজির স্থাপন করেছেন। গত নির্বাচনে আপনারা অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য যারা জামায়াতে ইসলামীর অভ্যন্তরীণ বিষয় জানেনা। মহাসমাবেশ, উলামা সমাবেশ আপনারা সফল করেছেন। অনেকে ভাবে, জামায়াতে ইসলামী একটার পর একটা প্রোগ্রাম করে কিভাবে? আজকে যে ঐতিহাসিক রুকন সম্মেলন হচ্ছে এই রুকন সম্মেলনের প্রতিটি পয়সা রুকন ভাই-বোনদের ঘাম নিংড়ানো। এটা জামায়াতের বাইরে থেকে অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ এই দৃষ্টান্ত জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতির সামনে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত, বিরল দৃষ্টান্ত, অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত। এটা জামায়াতে ইসলামীর ভাই-বোনেরা বার বার প্রমাণ করেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যারা এই সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার জন্য শপথ নিয়েছেন, যারা জামায়াতকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন, যারা জামায়াতের মিশনকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তারা আগামী নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের বিরুদ্ধে যে চর্তুমূখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য যার যেখান থেকে যতটুকু সময় দেয়ার প্রয়োজন সেই সর্বোচ্চ সময় দেবেন এবং আর্থিক সম্পদ যতটুকু দেওয়ার প্রয়োজন তার সবটুকু দেবেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে ফরিয়াদ করতে হবে- **"আমরা তোমার কাছে হাজির হয়েছি তুমি আমাদের বাকি চাহিদা পূরণ করে দাও হে রাব্বুল আ'লামিন।"**

www.pathagar.com

নয় ঃ ভোটার না হয়ে থাকলে ভোটার হতে হবে। ভোটার লিস্টভুক্ত হওয়া একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা সবসময় চলবে। কেউ ভোটার না হয়ে থাকলে খোঁজ নিন, ভোটার হতে হবে ।

দশ ঃ যে পরিমাণ পোলিং এজেন্ট নির্বাচনে লাগে তার চেয়ে তিনগুণ পুরুষ এবং মহিলা পোলিং এজেন্ট বাছাই করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করতে হবে। পোলিং এজেন্ট যা লাগে তার কমপক্ষে তিনগুণ দিতে হবে। তিনগুণের নিচে না। কারণ যাদের মোকাবিলা করে আমরা ইলেকশনে বিজয়ী হতে চাই নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তাদের ভরাডুবি হবে। তারা ভদ্রভাবে নির্বাচন করতে জানেনা কিন্তু কিভাবে কূটকৌশল অবলম্বন করতে হয় এটা তারা ভালো করে জানে। এটা মোকাবিলা করতে পারবে পোলিং এজেন্ট, যদি তিনি সাহসী, যোগ্য, বলিষ্ঠ, সচেতন এবং চোখ-কান খোলা রাখতে পারেন। এজন্যই এই পয়েন্টটা আমি আপনাদের সামনে গুরুত্ব দিয়ে পেশ করলাম।

এগার ঃ জোটের শরিকদের সাথে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সম্পর্ক আরও আন্তরিক এবং জোরদার করতে হবে। ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এ দায়িত্ব শুধু জেলা আমীরের একার নয়। এ দায়িত্ব যিনি ইলেকশন করবেন সে নমিনীর একার নয়। এ দায়িত্ব শুধু থানা আমীরের একার নয়। এ দায়িত্ব শুধু মহিলা দায়িত্বশীল যিনি আছেন তার একার নয়। এ দায়িত্ব সকল রুকন ভাই-বোনদের। এ দায়িত্ব আমাকে-আপনাকে পালন করতে হবে।

বারো ঃ সার্বিক আনুকূল্য পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতে হবে। মানুষ মাত্রই আমরা খুবই অসহায়। মানুষ না অতীত ভালো করে জানে, না বর্তমান জানে, না ভবিষ্যৎ জানে। মানুষ যে কথা বলে তার মধ্যে ও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। এটা কে পূরণ করবে? এটা পূরণ করবে মহান রাব্বুল আ'লামিন। আমরা একটা জিনিস পরিপূর্ণ করতে পারি সেটা হলো আমাদের আন্তরিকতা। এ আন্তরিকতার ক্ষেত্রে কেউ ভাগ নিতে পারে না। আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি আমাদের নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কেউ ভাগ নিতে পারেনা।

আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে আমাদের লক্ষ্যে সফল হতে চাই তাহলে সব কিছু করে আমাকে আপনাকে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতে হবে

www.pathagar.com

নিয়মিতভাবে। বিশেষ করে শেষ রাতে। কিন্তু শেষ রাতে কার দোয়া কবুল হয় তা কুরআনে বলা হয়েছে-

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

অনেকগুলি ডেফিনেশন দেয়া হয়েছে ওরা ধৈর্যশীল, নিজের বিপদ দেখেও ওরা সত্যপরায়ণ, ওরা নিরহংকার, ওরা ক্ষমতার অংশিদার হওয়ার পরও সহজ-সরল জীবন-যাপন করে। ওরা ক্ষমতার অংশিদার হওয়ার পরও ওদের মধ্যে অহংকার স্পর্শ করতে পারে না। ওরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। ওরা সময় ব্যয় করে, ওরা চিন্তা করে, ওরা মেধা কাজে লাগায়, ওরা সম্পদ খরচ করে, আর রাত্রির শেষভাগে উঠে মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে। ওরা তো তারা যাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ ওরা তো তারা যারা কর্মরত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, বিশ্রামরত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমরা যে জমিনে বসবাস করি, সে জমিনে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে, আযানের ধ্বনি উঠে। যে জমিনে মানুষদের হয়ত অর্থ এবং বিত্তের অভাব থাকতে পারে কিন্তু এ জমিনের মানুষদের হৃদয়ে রয়েছে প্রোজ্জ্বল ঈমান, এ জমিনের মানুষেরা লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মকতব, মাদ্রাসা গড়ে তুলে নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে সেই জমিনে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পরিবেশকে অনুকূল করার জন্য কাজ করি। আল্লাহর দ্বীনকে যারা মিটিয়ে দিতে চায়, আল্লাহর দ্বীনের পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়, মসজিদের দেশ বাংলাদেশে যারা ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতিকে বন্ধ করতে চায়, যারা আমাদের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, তাদের মোকাবিলায় ঐ আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদেরকে এগুতে হবে। আমরা বলব, "হে মহামহিম, রাব্বুল আলামিন তোমার উপর ভরসা করে আমরা নেমে

www.pathagar.com

পড়েছি মাঠে, তুমি আমাদেরকে তোমার রহমত এবং বরকতের ফেরেশতা দিয়ে ঘেরাও করে রাখো। ওদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তুমি আমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বিজয় এনে দাও।" এই কথা যেন আল্লাহর দরবারে আমরা আকুতি করে বলতে পারি এ আবেদনটুকু রেখে এবং ভাই-বোনেরা আপনারা কষ্ট করে যেভাবে আল্লাহর দ্বীনের মহব্বতের পরিচয় দিয়েছেন, যে কষ্ট আজকে আপনারা করলেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবীদার। এটাকে অব্যাহত রেখে একটি সুন্দর বাংলাদেশের কল্পনা করে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের রুকন সম্মেলন সেইভাবে আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করুক সেই কামনা করে আপনাদেরকে আরেকবার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ